MAR. 05 2002

দৈনিক ইত্তেফাক

পৃঃ ১২ কলাম ৬

# শিক্ষক স্বল্পতার কারণে নড়াইল সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ব্যাহত

নড়াইল থেকে সংবাদদাতা ॥ নড়াইল সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিনের শিক্ষক স্বল্পতার কারণে ছাত্রীদের লেখাপড়ার মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত বিদ্যালয়টিতে তৃতীয় শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ৭ শত ছাত্রী নিয়মিত লেখাপড়া করছে। অথচ প্রায় তিন বছর ধরে ৯ জন শিক্ষক নেই। অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করেও ছাত্রীদের শিক্ষার ঘাটতি পূরণ করতে পারছেন না। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, শিক্ষকসহ বিভিন্ন বিভাগের মোট ২৭ জন শিক্ষকের পদ থাকলেও বর্তমানে প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষকসহ বাংলায় ২ জন, ইংরেজীতে ২ জন, গণিতে ১ জন, শরীর চর্চায় ১ জন, সমাজ বিজ্ঞানে ১ জনসহ মোট ৯ জন শিক্ষক নেই। আবার বর্তমান ২১ জন শিক্ষকের মধ্যে একজন হজ্বব্রত পালনে, একজন শিক্ষিকা মাতৃত্বজনিত করণে ও একজন প্রশিক্ষণের কারণে

(১০ম পৃঃ দ্রঃ)

(১২শ পৃঃ পর)

## শিক্ষক স্বল্পতার কারণে

ছুটিতে আছেন। এছাড়া প্রতিদিন একজন করে শিক্ষক সাময়িক ছুটিতে থাকেন। ফলে ১৮ জন শিক্ষক দিয়ে প্রশাসনসহ ক্লাস চালানো খুবই কঠিন। প্রতিদিন ২৬টি ক্লাসের জন্য ২৬ জন শিক্ষকের প্রয়োজন। শিক্ষ স্বল্পতার কারণে অধিকাংশ ক্লাস নেওয়া হচ্ছে না। ফলে ছাত্রীদের লেখাপড়ার ঘাটতি থেকে যায়। আর এ ঘাটতি পূরণের জন্যে ঐ শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট পড়াতে হচ্ছে ছাত্রীর অভিভাবকদের। '৯৯ সালের ১৮ মার্চ থেকে প্রধান শিক্ষক এবং চলতি বছরের ৫ ফেব্রুয়ারী থেকে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য হয়েছে। বর্তমানে একজন সহকারী শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে আছেন। শিক্ষক-স্বল্পতার কারণে শিক্ষার মান হ্রাস পেয়েছে। এসএসসি পরীক্ষায় স্কুলের ফলাফল ক্রমশ নিম্ন পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষক-স্বল্পতার কথা জানিয়ে কয়েক বছর ধরে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মহাপরিচালক, উচ্চ শিক্ষা বরাবরে জানিয়েও কোন ফল হয়নি। এদিকে আগামী ৬/৭ মাস পর আরও ৩ জন শিক্ষক এলপিআর-এ যাবেন।